আজ জন্মদিন পুরুলিয়ার

বিকাশ সুপকার

পুরুলিয়া ঃ ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর। অর্থাৎ ৬১ বছর আগে ঠিক আজকের দিনটিতেই বিহার প্রদেশ ভেঙে জন্ম হয়েছিল পুরুলিয়া জেলার। তাই আজকের এই দিনটি শুধু পুরুলিয়া জেলাবাসীর কাছেই নয়, সারারাজ্যের মানুষের কাছেও স্মরণীয়। তবু এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই বর্তমান প্রজন্মের। গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এই দিনটিতে পুরুলিয়া জেলায় তেমন বড় কোন অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়নি বললেই চলে। গতবছরও পুরুলিয়ার জন্মদিনে সরকারি কোন বড় কর্মসূচীর আয়োজন ছিল না। তবে বঙ্গভুক্তির সময়ে গড়ে ওঠা 'লোকসেবক সংঘ' এখনও এই দিনটিকে স্মরণ রেখে পৃথক পৃথক কর্মসূচী পালন করে থাকে। বলতে গেলে পুরুলিয়া জেলার জন্ম নিয়ে অন্য কোন মহলের তেমন মাথাব্যাথা বা উৎসাহ না থাকলেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অনেক সংগ্রামের ও বহু আন্দোলনের ফসল পুরুলিয়া জেলার জন্মদিবস পালন করে থাকেন লোকসেবক সংঘের সদস্যরা। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেও এ রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষা 'মানভূম' জেলা ছিল বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দিভাষী জেলা বলে পরিচিত সেই মানভূম জেলার অধিকাংশ মানুষ কিন্তু ছিলেন বাংলাভাষী। তাই তাঁরা হিন্দি প্রধান বিহার প্রদেশে থাকতে চাননি। স্বাধীন ভারতবর্ষের বিহারে তখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সরকার ক্ষমতায় ছিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সরকার বাংলাভাষীদের উপর জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু তার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনের পথে বেছে নেন মানভূমবাসী। তখন তাঁদের সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে 'লোকসেবক সংঘ'-এর জন্ম হয়। তৎকালীন মানভূম জেলার সকল শ্রেণির মানুষ সেই আন্দোলনে সামিল হয়ে বিহার প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। অতুল চন্দ্র ঘোষ ও লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা মানভূম জেলা। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ১০১৫ জন সত্যাগ্রহী পুঞ্চার পাকবিড়রা গ্রামে থেকে কলকাতারর উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করেন। তাঁরা ১৭দিন পর কলকাতায় পৌঁছান। বঙ্গভুক্তির দাবিতে কলকাতায় তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকার সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। পরে ব্যক্তিগত বন্ডে ছাড়া পান। তাঁদের সেই আন্দোলনের আঁচ পড়ে দিল্লিতেও। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায়। বঙ্গভুক্তির দাবিতে লোকসেবক সংঘের আন্দোলন ক্রমে তীব্র রূপ নিতে থাকলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিহার প্রদেশের মানভূম জেলার ২১টি থানাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করে নতুন জেলা গঠনের নির্দেশ দেন। কিন্তু মাঝে চান্ডীল, পটমদা ও ইচাগড় এই ৩টি থানাকে পশ্চিমবঙ্গের অর্ন্তভুক্ত না করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে আবেদন জানায় টাটা কোম্পানি। কারণ এই তিনটি থানা ঘেঁষে (বর্তমানে ঝাড়খন্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার অধীন) জামসেদপুর টাটা কোম্পানীর মোটর গাড়ি ও লৌহ ইস্পাতের বিশাল শিল্পতালুক রয়েছে জেলা ভাগ হলেই সেই শিল্পে বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে এই আশঙ্কায় ওই ৩টি থানাকে বিহারপ্রদেশের মধ্যে রেখে দেওয়ার আবেদন জানান টাটা কর্তৃপক্ষ। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ওই ৩টি থানাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্য ২টি থানা চাষ ও চন্দনকিয়ারী (বর্তমানে ঝাড়খন্ডের বোকারো জেলার অধীন) তৎকালীন মানভূম জেলার মধ্যেই থেকে যায়। ফলে মোট ১৬টি থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা পুরুলিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৬ সালে ১ নভেম্বর। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় থানার সংখ্যা ২২টি।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩৪তম মৃত্যুদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস। এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ও শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এলাকায় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পৃথক পৃথক কর্মসূচী পালিত হয়। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় - সহ দলের অন্যান্য নেতৃবর্গ।

পরিদর্শনে মহকুমাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা। বিষ্ণুপুর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মঙ্গলবার পাঁচজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক ময়ুরী ভাসু এইদিন জমা জল এবং নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন। বাসিন্দারা তাঁদের অভিযোগ মহকুমাশাসকের কাছে জানান। যদিও এলাকা পরিষ্কার রাখার জন্য পুরকর্মীরা নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বাসিন্দাদের কাছে এই অভিযোগ পেয়ে আরও বেশী নজর দেওয়ার জন্য মহকুমাশাসক পুরসভা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। বিষ্ণুপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীলাঞ্জন তরফদার বলেন, শহরের কয়েকটি জায়গায় নোংরা ঠিকমতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না বলে বাসিন্দারা অভিযোগ জানান। এরপর পুরসভার স্যানিটরি ইন্সপেক্টরকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুরসভা ও মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডে ১১ জন সুপারভাইজারের নেতৃত্ব ১০০ জন কর্মী নিয়মিত পানীয় জলের পাত্র পরীক্ষা করছেন। ডেঙ্গুর বাহক মশার লার্ভার কোনও সন্ধান মেলেনি।

সুপার স্পেশালিটি থেকে সমস্যা লাঘব রঘুনাথপুরবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ প্রকল্প নিয়েছে সরকার। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরানো সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব উদ্যোগে সারা রাজ্যে চালু হয়েছে অনেকগুলি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। কিন্তু প্রথম শ্রেণির সেই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি চালু করেই সরকার চুপ করে বসে নেই। সময়মতো তার রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা তাও খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকার এই আরোগ্য শালাগুলিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রাখা হয় কিনা তাও পরখ করে দেখছেন সরকারি আধিকারিকরা। পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়া জেলায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা তেমন না থাকায় জেলার মানুষকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাশের রাজ্য ঝাড়খন্ড, কলকাতা কিংবা দক্ষিণ ভারতের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে ছুটে যেত হত। সে দিকটি মাথায় রেখে প্রতিশ্রুতিমতো পুরুলিয়া জেলায় একটি, আরেকটি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। পুরুলিয়া সুপার স্পেশালিটিতে চিকিৎসকের অভাবে শুধুমাত্র আউটডোর এবং জরুরি বিভাগ চালু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। যদিও ওই হাসপাতালটিতে এখনও প্রয়োজনমতো স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক না থাকার অভিযোগ রয়েছে তবু এলাকার মানুষকে যথা সম্ভব পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। রঘুনাথপুর কলেজের বিপরীতে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের পাশে অবস্থিত নব কলেবরের এই আরোগ্য নিকেতনটিতে আইসিইউ, ইসিজি, এক্সরে, স্বল্পক্ষত অস্ত্রপচারসহ অনেক ধরনের পরিষেবা চালু হয়েছে। কিন্তু ওই হাসপাতালটির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অভিযোগ তোলেন কিছু মানুষ। বিশেষ করে অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগ পেয়ে সম্প্রতি রঘুনাথপুর মহকুমা প্রশাসনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করে। ওই দলে মহকুমাশাসক দেবময় চট্টোপাধ্যায় রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ভবেশ চট্টোপাধ্যায় হাসপাতাল সুপার এবং একাধিক স্বাস্থ্য আধিকারিক ছিলেন। তাঁরা নতুন চালু হওয়া ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নোংরা আবর্জনা, পানের পিক ইত্যাদি দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। হাসপাতালের মূল ভবন এবং হাসপাতাল চত্বর নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়না এমন অভিযোগ পেয়ে বিষয়টির প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাঁকুড়া মশাবাহিত রোগপ্রবণ, নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত উদ্যোগ দরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলায় এখনও পর্যন্ত এবছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর কোন খবর নেই। তবে এজন্য স্বস্তিতে থাকার সুযোগও নেই। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকা ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মশাবাহিত রোগ প্রবণ। বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। ২০১৬ সালে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ড করেছিল। অজানা জ্বর নিয়ে জেলায় হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হওয়া ২৭৬জন রোগীর দেহে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতা ও দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেলার আরও অনেকে ভর্তি হয়েছিলেন যাঁদের দেহেও ডেঙ্গুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এতে সবমিলিয়ে জেলায় গতবছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩০০ ছিল। সেকারণে মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সারাবছর জুড়েই কর্মসূচী নেওয়া দরকার। জেলায় গত ২০১২ সালে ডেঙ্গুর দাপট ছিল সবথেকে বেশি। এসময় জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২০২ এবং এতে মৃত্যু ছিল ২ জনের। ২০১৩-২০১৫ ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১৪, ১২৯ ও ৫৮জন। এই তিনবছরে মৃত্যুর কোন ঘটনা ঘটেনি। জেলায় ২০১২ সালের কার্যত ডেঙ্গু কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সে অবস্থায় ২০১৬ সালে ডেঙ্গু প্রায় দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। তাই আশঙ্কা, জেলায় যে কোন সময় ডেঙ্গু মাথা চাড়া দিতে পারে। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পুরসভা, পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্যদপ্তরের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। যেখানে সেখানে যখন তখন যেমন করে মন চায় সেভাবেই আবর্জনা ফেলা আর পরিষ্কার হয় না বলে অভিযোগের আঙুল তোলা অনেকের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ হওয়ায় সমাজের প্রতি সকলের একটি দায়িত্ব ও কর্তব্যে রয়েছে। তাই তাঁদের সচেতন করা দরকার। বাঁকুড়া পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরা বলেন যে, বর্তমানে পুলিশের অভিমুখ জনমুখী। মশা ও মশাবাহী রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন থানাও উদ্যোগ নিয়েছে এবং প্রচার শুরু করেছে। মশারি বিতরণও করা হচ্ছে। সোনামুখী থানা থেকে ইতিমধ্যে ট্যাবলো করে লোকশিল্পীদের দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রসুন দাস বলেন, মশাবাহিত রোগ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যদপ্তর ও আশাকর্মীরা কাজ করছেন। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা, রক্তপরীক্ষা এবং প্রচার চলছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পঙ্কজ মল্লিক বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মশাবাহিত রোগ ও তাদের কর্তব্য নিয়ে সচেতন করা হবে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রানা দেবদাস জানান যে, লোকশিল্পীরা এনিয়ে প্রচার চালাচ্ছে। বাঁকুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ আগরওয়াল বলেন, রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে ও নর্দমায় নোংরা না ফেলার জন্য আবেদন করা হয়েছে। পাতলা প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার না করার জন্যেও অনুরোধ করা হয়েছে। পুরশহরকে পরিবেশ ও নির্মল করে তুলতে সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ দরকার। কিন্তু একশ্রেণির নাগরিকের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বাঁকুড়ায় বিশ্ববাংলা শারদসম্মান প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বাঁকুড়া জেলার দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কারের মূল্য অনুসারে সেরা পুজোর ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা, সেরা মন্ডপ ৩০,০০০ টাকা ও সেরা প্রতিমা ২০,০০০ টাকা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে জেলার প্রায় ৪০০ লোকশিল্পীর হাতে পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক রানা দেবনাথ এ খবর দিয়ে বলেন, এই বছরের সেরা পুজোর পুরস্কারে বিবেচিত হয়েছে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন পোয়াবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, বিষ্ণুপুরের সেনহাটি সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবং বাঁকুড়ার প্রণবানন্দ পল্লি ইউ এম ক্লাব। সেরা প্রতিমা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে বিষ্ণুপুরের নতুন বাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব, বাঁকুড়া শহরের বড় যোলায়ানা সার্বজনীন দুর্গোৎসব, বালসি নাইটিঙ্গেল অ্যাসোসিয়েশন। সেরা মন্ডপ বিষ্ণুপুর শালবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব, বাঁকুড়া শহরের ইন্দারাগোড়া হরেশ্বরমেলা ও ইন্দপুর বাংলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব।

ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট যুবক, আত্মঘাতী বধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক দিনমজুরের। সোমবার রাতে পুরুলিয়ার আড়শা থানা এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম রমেশ মাঝি (১৮)। বাড়ি এই থানারই কালীপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইঁট বোঝাই একটি ট্রাক্টর উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে গন্তব্যে যাওয়ার সময় গাড়ির ঝাঁকুনিতে ইঁট বোঝাইয়ের উপরে বসে থাকা ওই শ্রমিক নীচে পড়ে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ট্রাক্টরটিকে পুলিশ আটক করেছে। অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হল এক গৃহবধূ। পুলিশ জানিয়েছে পুরুলিয়া থানার দামোদরপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃতা ওই মহিলার নাম মঞ্জুড়া শবর (৩৫)। মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে পুরুলিয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

বিজেপির দলীয় পতাকা পোড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর অঞ্চলের মধ্যমপাড়া বিজেপি সমর্থিত এক স্থানীয় ক্লাবে ঢুকে সোমবার রাতে দলীয় পতাকা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুমন রায় এই অভিযোগ করেন। তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের দিকে আঙুল তোলেন সুমন রায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। সুমনবাবু বলেন, রাধামোহনপুর অঞ্চলে বিজেপির সংগঠন বাড়ছে। তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই তাঁরা এই ধরনের হিংসাত্মক কাজ করছেন। ক্লাবটির সদস্য সুদর্শন রায় বলেন যে, রাত ১০টায় ঘর বন্ধ করে সবাই বাড়ি ফিরে যান। পরদিন সকালে এই ঘটনা তাঁদের নজরে আসে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

কাটোয়া পর্যন্ত রেল চলাচল বিপর্যস্ত ট্রেন যাত্রীরা হয়রানির শিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ১৫ দিনের অধিক ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলশাখায় নবদ্বীপ ধাম স্টেশন থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীরাও নাজেহাল। জানা গেছে যে, এই শাখায় পাটুলির কাছাকাছি রেল শাখার কাজের দরুণ ট্রেন চলাচলের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রতিদিন নবদ্বীপ রেলস্টেশন থেকে ট্রেনগুলি দুপুরের পর থেকে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। অন্যদিকে কাটোয়া রেলস্টেশন থেকে ডাউনমুখী ট্রেন যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘ ৩ ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরাও চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মঙ্গলবার এই ধরনের ট্রেন বন্ধ থাকার কারণে যাত্রীরা দাবি তুলেছেন যে, রেললাইনের কাজ হতেই পারে, তাই বলে ট্রেন বন্ধ রেখে যাত্রীদের হয়রানি করা উচিৎ নয়। সামনেই রাস। রাসের আগে ট্রেন চলাচলে বিঘ্নিত হলে যাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়বে। এবিষয়ে কাটোয়া রেলস্টেশন ও নবদ্বীপধাম রেল স্টেশনমাস্টার সূত্রে জানা গেছে, পাটুলি রেলস্টেশনের কাছে রেলাইনের কাজ হওয়ার দরুণ এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক
এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড,
আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ

পৃথক ঘটনায় দুজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পৃথক দুটি এলাকা থেকে দু'জনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল পুরুলিয়ায়। রবিবার রাতে শ্বশুরবাড়িতে এসে আত্মহত্যা করেন এক আদিবাসী যুবক। পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মহাদেব সিং সর্দার (৪২)। তাঁর বাড়ি জেলার বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে। সম্প্রতি সে বোরো থানার আঁকরো গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। তাঁর আত্মীয়রা পুলিশকে জানিয়েছে, গত বেশ কিছুদিন ধরে ওই ব্যক্তি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। অপরদিকে ওইদিনই প্রায় একই সময় পুরুলিয়া শহরের রেনি রোড দেবীমেলা এলাকায় নিজের বাড়িতে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় এক যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর নাম রমেশ বাউরি (৩৮)। মৃতদেহ উদ্ধারের পর প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। সোমবার দুটি দেহরই পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করানো হয়।

হাতের শিরা কেটে গৃহবধূর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ খাতড়ার বিদ্যাসাগর পল্লিতে সোমবার বিকালে পিঙ্কু মাহান্তি নামে এক গৃহবধূ হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছেন। মহিলাটির স্বামী একজন শিক্ষক। একবছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। বাড়ি সিমলাপালের ভূতশহরে হলেও খাতড়ার বিদ্যাসাগর পল্লিতে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। স্বামী বিকালে স্কুল থেকে ফিরে গিয়ে দেখেন বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করার পর সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্যে জানালা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকে দেখেন এই অবস্থা। সন্ধ্যার পর পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। খাতড়া থানার পুলিশ জানায় যে, ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।